R. N. No. 2582/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD– 4

শ্রীমুদ্রণীর নবীগদক্ষেগ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
মহাবীরতলা
জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৪৬৪৭/এসটিডি ০৩৪৮৩
বিড়ি, চানাচুর, পাউরুটি, মশলা প্রভৃতির প্লাস্টিক প্যাকেট ও লেবেল গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বর্তমান করের টাকায় পুরসভার চা, পান, সিগারেটের পয়সাই হয় না, কর তো বাড়বেই—পুরপতি

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ 'গত ১৯৮৩ সাল থেকে জঙ্গিপুর পুরসভায় কর বাড়েনি। সেই হারে কর বাবদ পুরসভার বার্ষিক আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ লক্ষ। আদায় হয় চার লক্ষ মতো। তাতে পুরসভার চা, পান, সিগারেটের খরচই মেটে না।' সম্প্রতি পুরকর বাড়ার নোটিশকে ঘিরে শহরময় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর এই মন্তব্য। মৃগাঙ্কবাবু বলেন, ৮৩ সাল থেকে সরকারের প্যানেলভুক্ত এ্যাসেসররা পুরসভার কর নির্ধারণ করতেন। রাজ্য সরকার ৮৮ সালে সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের এ্যাসেসরদের কর নির্ধারণে নিযুক্ত করে। গন্ডগোল সেখান থেকেই। কর নির্ধারণ পুরবাসীদের মনঃপুত না হওয়ায় পুর নাগরিকরা সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলির বিরুদ্ধে ৮৮ সালে আদালতের দ্বারস্থ হলেন। মামলা চলল দীর্ঘ ১০ বছর। মামলা চলার জন্য কোন পুরসভাই নতুন করে কর নির্ধারণ করতে পারেনি। গত ৯৮ সালে মামলার রায়ে রাজ্য সরকার জয়ী হয়। ঠিক হয় ঐ ভ্যালুয়েশন বোর্ডের এ্যাসেসররাই পুর এলাকার কর নির্ধারণ করবে। যে পুরসভা বোর্ডের এ্যাসেসর দিয়ে কর নির্ধারণ করবে না, (২য় পৃষ্ঠায়)

আই, ও-র কারসাজিতে বাবার নামে ছেলেকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে আনল রঘুনাথগঞ্জ থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৪০ বছরের লুৎফল সেখকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে ১৫ বছরের কাজিরুল সেখকে গ্রেপ্তার করে ৬ দিন জেল হাজতে রেখে এক নতুন নজির সৃষ্টি করলো রঘুনাথগঞ্জ থানা। ১৫ বছরের কাজিরুল লুৎফলের ছেলে। গত ২৫ জুলাই '৯৯ এক গ্রাম্য বিবাদ ও চার পাঁচটি বাড়ীতে লুঠতরাজ ও হামলার প্রতিবাদে কলাবাগের ছোট নতুনপাড়ার বাসিন্দা জহক সেখের স্ত্রী সুন্দরী বিবির ২৬ জুলাই '৯৯ এর করা অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১৯ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানা চারজনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগকারিণী তাঁর অভিযোগে ৪২ জনের নাম ও পিতার নাম দিয়েছিলেন। পুলিশ (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর হাসপাতালে বিশ্রামাগার নির্মাণে জেলা পরিষদ দিলো ১৫ লক্ষ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৯ নভেম্বর জঙ্গিপুর হাসপাতালে বিশ্রামগার নির্মাণ উপলক্ষে এক কনভেনশনের আয়োজন করেন জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই প্রকল্পের উদ্যোক্তা মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ। উদ্দেশ্য, বাইরে থেকে যারা রোগী নিয়ে আসেন এবং রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হন তাদের বিশ্রাম ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা। এই বিশ্রামগার নির্মাণে জেলা পরিষদ পনেরো লক্ষ টাকা অনুমোদন করে। বাইশশো বর্গফুট আবাসে স্ত্রী এবং পুরুষের থাকার ভিন্ন ব্যবস্থা থাকবে। জঙ্গিপুরের পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এই কর্মযজ্ঞের জন্য জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

হাইকোর্টে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ আটকালো বাড়ালা স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে গন্ডগোলের পর এবার বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুলেও স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে পাঠান প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ আটকালো বাড়ালা স্কুল কর্তৃপক্ষ। খবরে প্রকাশ গত মে '৯৯ মাসে সার্ভিস কমিশনে (৩য় পৃষ্ঠায়)

কলেজের নবীন বরণ উৎসবেও ছাত্র অশান্তি, আহত এক ছাত্র হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ নভেম্বর জঙ্গিপুর কলেজে নবীন বরণ উৎসবকে কেন্দ্র করে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ছাত্র পরিষদের অভিযোগ, অধ্যক্ষ কলেজে বহিরাগত ছাত্রদের ঢুকতে দেবেন না বলে ফতোয়া জারী করলেও ঐ দিন এস এফ আই-এর কিছু প্রাক্তন ছাত্র ঢুকে পড়ে। সে দিন এস এফ আই-এর ছেলেরা ছাত্রদের কাছ থেকে কলেজ 'আইডেন্টিটি' কার্ড নিয়ে তবেই টিফিন প্যাকেট দিচ্ছিল। ছাত্র পরিষদ আরো অভিযোগ করে, (৩য় পৃষ্ঠায়)

মিনিকিট বন্টনে দলবাজির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, অরঙ্গাবাদ ঃ গত বছর ও এ বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণে অনুদান দানে দলবাজির অভিযোগ, ফিডার ক্যানেল ব্রিজ থেকে সজিনীপাড়া গ্রামের রাস্তা ঠিকমতো তৈরী করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ, চাষীদের রবিশস্যের মিনিকিট শুধুমাত্র সি পি আই এম-এর লোককে বন্টন, বন্যা প্রতিরোধে নুরপুরের কাটিডারা ঠিকমতো (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন'

নবান্ন কথাটির অর্থ নব অন্ন। অর্থাৎ নূতন ধান্যের অন্ন গ্রহণের প্রথম পর্বের উৎসব। সে কারণে বাংলায় নবান্ন উৎসব রূপে পালিত হইয়া আসিতেছে প্রাচীনকাল হইতে। এই বাংলায় প্রাচীন যুগে অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া গণ্য হইত। বর্ষার মাস আষাঢ়-শ্রাবণে ধান্যের চাষ আরম্ভ হইয়া হেমন্তের শেষে অগ্রহায়ণে ধান্য চ্ছেদন শেষ হইত। ক্ষেত হইতে ভারে ভারে কর্ত্তিত ধান্য কৃষকের গৃহে আনিত হইত। শুধু ধান্যই নহে হেমন্তে ক্ষেতে ক্ষেতে তরিতরকারীর ফলন হইত। কপি, মূলা, বেগুন, শাকসব্জীতে ক্ষেতগুলি ঝলমল করিত, আজিও করে। বর্ষার জলভারে নদী পুষ্করিণী থইথই করিত, আজিও করে। মৎস্য সুপ্রাপ্য হয়। চাষীর মুখে হাসি ঝলমল করে। অর্থাৎ ঘরে ঘরে বিরাজ করে লক্ষ্মীরূপিণী খাদ্য শস্যের বিপুল সমারোহ। বৎসরের প্রথম মাসের সেই সম্ভারে গৃহস্থের গৃহে আনন্দের স্রোতধারা বহিয়া চলে। সেই কারণেই এই সময়ে গৃহস্থেরা করে লক্ষ্মী আরাধনা। হেমন্তের বাতাসে নূতন ধান্যের সুবাস। তাই কবিরাও গাহিয়াছেন—'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন / তোমার ভবনে ভবনে।' আত্মীয়স্বজন লইয়া একত্রে উৎসবে মাতিয়া উঠিত কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ। আজিও সেই উৎসব ঘরে ঘরে। অবশ্য বর্তমানে খেটে খাওয়া শ্রমজীবীর সংখ্যাই বেশী। তথাপি পুরাতনের সেই আনন্দঘন দিবস ভুলিতে পারেন নাই কেহ। তাই নবান্ন উৎসবের চল আজিও এই দেশে বর্তমান। এই সময়ে বাজারে সাধারণভাবেই খাদ্যশস্য, শাকসব্জী ও মাছের মূল্য কম হয়। অন্ততঃপক্ষে বৎসরের এই একটি মাসেই দ্রব্যমূল্য কম থাকে, তাই হয় উৎসবের সমারোহ। কিন্তু বর্তমানে দেশের সেই সুদিন আর নাই। অগ্রহায়ণেও বাজারে চাউলের মূল্য দশ হইতে পনর টাকা কেজি। কপির দাম সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উর্দ্ধে। বেগুন দশ টাকা কেজী। আলু পাঁচ / ছয় টাকা। শাকসব্জী পালং প্রভৃতি নিম্নবিত্তের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নাই। মাছের কথা তো স্বপ্ন। ছোট মাছও পঞ্চাশ/ষাট টাকা। পূর্ব বাংলার বরফ দিয়া আমদানীকৃত ইলিশ মৎস্যও সত্তর / আশি টাকা। তবুও অতীত বিলাসী বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে নবান্ন উৎসবের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। নবান্নের দিবসগুলিতে আজিও বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে বিশ পঁচিশ রকম ভাজা, বাঁধাকপি-ফুলকপির তরকারী, পালং শাকের চচ্চড়ী, মাছের ঝোল, মিষ্টি, সন্দেশ, পায়সান্ন দ্বারা আত্মীয় কুটুম্ব ভোজনের আয়োজন চলিতেছে, চলিবেও। এই দেখিয়া স্বভাবতই মনে জাগে কবির সেই বাক্য—'এত ভঙ্গ বঙ্গ ভূমি/তবু রঙ্গে ভরা।'

কর তো বাড়বেই—পুরপতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেই পুরসভাকে রাজ্য সরকার উন্নয়ন খাতে অর্থ মঞ্জুরও বন্ধ করে দেবে। তাই আমরাও সেই নিয়ম মেনে নতুন কর নির্ধারণ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে এই দীর্ঘ ১৬ বছরে পুর এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ। পাকা বাড়ী হয়েছে অনেক যেখানে কর নেওয়া শুরুই হয়নি। বহু বাড়ীর মালিক বাড়ীকে একতলা থেকে দোতলা/তিনতলা করেছে, বাড়ীতে ভাড়া বসিয়েছে বা দোকান ঘর ভাড়া দিয়েছে। নিয়মানুযায়ী তাদের কর বাড়বেই। পুর এলাকার ইন্দিরাপল্লী, ফুলতলা, আইলের উপর, ধনপতনগর প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর নতুন বাড়ী হয়েছে। কর নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তিনটি ধাপ আছে। রেসিডেনসিয়াল, কমার্শিয়াল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল—এই তিন শ্রেণীর বাড়ীর কর তিন রকমভাবে নির্ধারণ হচ্ছে। এতে কারও কর বাড়বে, কারও কমবে। বর্তমানে শুধু বর্দ্ধিত করের নোটিশ যাচ্ছে। নোটিশ পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে বাড়ীর মালিকদের পুরসভার নির্ধারিত ফরমে আপত্তি থাকলে তা জানাতে হবে। এরপর শুরু হবে ফর্ম বাছাই পর্ব। যেসব আপত্তি যুক্তিযুক্ত মনে করবে সেই সব মালিকদের প্রতি দফায় ৫০ জন করে ডেকে শুনানী শুরু করবে পুরসভা। সেখানেই পুরকর চূড়ান্ত নির্ধারণ হবে। এই পদ্ধতিতে জেলার বহরমপুর, কান্দীসহ সব পুরসভাই কর নির্দ্ধারণ করছে বলে পুরপতি জানান। আবেদন পত্র বাছাই ও শুনানীর ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান, ভ্যালুয়েশন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি এবং দুইজন কমিশনার—এই চারজনকে নিয়ে একটি রিভিউ কমিটি গঠিত হবে। এর মধ্যে কর বৃদ্ধির নোটিশকে কেন্দ্র করে পুরসভা রঘুনাথগঞ্জে আগামী ১৬ ডিসেম্বর ও জঙ্গিপুরে ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর তিনটি নাগরিক কনভেনশনও ডেকেছে। তবে নাগরিকদের নোটিশ ছাড়ার পূর্বে কেন কমিশনারদের সভায় তা পাশ করা হয়নি প্রশ্ন করলে পুরপতি বলেন, তাতে বিভ্রান্তি বাড়তো। কাজের কাজ কিছুই হতো না। তাছাড়া নোটিশ যাওয়ার পর কনভেনশন তো ডাকাই হচ্ছে। আগামী মে '২০০০ সালে পুর নির্বাচনে এই কর নির্ধারণের ব্যাপারে জনমনে কোন ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হবে না বলেও পুরপতি মনে করেন। ইতিমধ্যে কর নির্দ্ধারণের বিরোধিতা করে বিজেপি ও এস ইউ সি আই রাস্তায় নেমে মানুষের সই সংগ্রহ এবং ১৬ ডিসেম্বরের আগেই নাগরিক কমিটি গঠন করে নয়া করের বিরোধিতায় নেমেছে। পুরসভার ১৯নং ওয়ার্ডের এস ইউ সি আই কমিশনার অনুরাধা ব্যানার্জী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আমাদের মতামতের কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না পুরপতি। অনুরাধার নিজের বাড়ীরই কর এক লাফে ২১ টাকা থেকে বেড়ে ১০২৩ টাকা হয়েছে বলে জানা যায়।

পালস পোলিও কর্মসূচীতে অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর ঃ গত অক্টোবরে পালস পোলিও খাওয়ানর পর তিনদিন ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাকী শিশুদের খাওয়ানর যে কর্মসূচী তাতে চরম গাফিলতির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর আরও এক গুরুতর অভিযোগ এসেছে। প্রতিটি কেন্দ্রে চারজনের টিম কাজ করে। একজন স্বাস্থ্যকর্মী, একজন শিশুবিকাশ প্রকল্পের অঙ্গনওয়ারী কর্মী, গ্রামের দুজন মানুষ স্বেচ্ছাসেবক। ট্রেনিং-এর দিন অঙ্গনওয়ারী কর্মী পঞ্চাশ টাকা, স্বেচ্ছাসেবকদের সত্তর টাকা হারে সাম্মানিক বরাদ্দ ছিল। কাজের চারদিন, একদিন কেন্দ্রে পোলিও খাওয়ান, বাকী তিনদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনুপস্থিতদের পোলিও খাওয়ানর কর্মসূচীতে সকলের সাম্মানিক কুড়ি টাকা করে। অভিযোগ অনেক স্বেচ্ছাসেবক ও অঙ্গনওয়ারী কর্মীকে ট্রেনিংয়ের সংবাদ দেয়া হয়নি। এখানে সাম্মানিক দেয়ার দায়িত্ব ট্রেনিং সেন্টারের দায়িত্বশীল কর্মীদের। আর পোলিও খাওয়ানর কেন্দ্রের সাম্মানিক দেয়ার অধিকারী কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী। সংবাদে প্রকাশ, এখানে দেশের কাজ, পোলিওর বিভীষিকা, স্বেচ্ছা শ্রম দানের টুপি পরিয়ে করিয়ে নেয়া হচ্ছে। অথচ খবর আছে ট্রেনিং সেন্টার ও পোলিও দান কেন্দ্রের সমস্ত সাম্মানিক অর্থ সরকারী তহবিল থেকে ওঠে। কিন্তু তার ব্যয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্ধকারে। মহান কর্মসূচীর এই গাফিলতির ব্যাপক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং ত্রুটি ধরা পড়লে তার দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

নভেম্বর দিবস উদযাপন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৫ নভেম্বর আর এস পির রঘুনাথগঞ্জ থানা লোকাল কমিটি ঐতিহাসিক নভেম্বর দিবস উদযাপন করে। নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে প্রদীপ নন্দী, জাগ্রত রায়, আসরাফুদ্দিন বিশ্বাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। দলের সদস্য ও সমর্থকরা ঐদিন শহর পরিক্রমা করে ওড়িশার দুর্গতদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করে।

আটকালো বাড়ালা স্কুল (১ম পৃষ্ঠার পর)

লিখিত ও জুনে মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার পর জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ভজন সরকারকে বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুলে নিয়োগ পত্র পাঠায় কমিশন। গত ২০ নভেম্বর কমিশন ভজনবাবু, বাড়ালা স্কুল ও ডি আই অফিসে নিয়োগের কপি পাঠায়। ভজনবাবুর এই নিয়োগকে মেনে না নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ নভেম্বরের শেষে ডি আই-এর এই নিয়োগের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হ'ন। স্কুল কর্তৃপক্ষর মতে নাকি প্রধান শিক্ষকের পদটি সার্ভিস কমিশন গঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই শূন্য। তাই এই পদে স্কুল কর্তৃপক্ষ ডি আই-এর পাঠানো প্রার্থীকে মেনে নিতে রাজী হচ্ছেন না।

মিনিকিট বন্টনে দলবাজির অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাঁধানোসহ ৯ দফা দাবীতে গত ১৭ নভেম্বর সুতী ১নং ব্লকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে আর, এস, পির প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন সহ-সভাধিপতি জানে আলম, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য বাদল দাস, সাদিকপুর অঞ্চলের কাঞ্চন দাস ও প্রবীর দাসসহ ব্লকের আর এস পি নেতারা। উল্লেখ্য যে ডেপুটেশনের দিন সুতী ১নং ব্লকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। কারণ এর আগে অক্টোবরে আর, এস, পির ডেপুটেশনের দিন আর, এস, পির সুতী ১নং ব্লকের সম্পাদক জানে আলমকে সি, পি, এম সমর্থক কনট্রাকটর সুজিত ঘোষ ঘুঁসি মারলে অবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। পরে মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে আসে।

আহত এক ছাত্র হাসপাতালে (১ম পৃষ্ঠার পর)

সামনে সংসদের নির্বাচন এসে পড়ায় এস এফ আই নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের আইডেন্টিটি কার্ড ফেরত দিতে গড়িমসি করে। ম্যাথামেটিক্স-এ অনার্স কোর্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র সম্ভাব্য তৃণমূল প্রার্থী অর্ণব দাস নিজের আইডেন্টিটি কার্ড দিতে অস্বীকার করলে এস, এফ আই -এর ছাত্ররা তাকে মারধোর করে। অর্ণবকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। স্থানীয় থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
উমরপুর শাখা
উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ইহার উমরপুর শাখা স্থানান্তরের জন্য উমরপুর মোড়ের NH 34 সংলগ্ন মেন রোডের উপর দোতলায় কমবেশী ২৫০০ বর্গফুট আয়তনের অফিস অ্যাকোমোডেশন চাহিতেছেন। আগ্রহী বাড়ীর মালিকগণ এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে শাখা প্রবন্ধক, ইউ. বি. আই উমরপুর শাখার নিকট সাইটের বিবরণ ও সাইটের প্ল্যানের বিশদ শর্তাবলী পাঠাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে কোনো এজেন্সি / কমিশন / দালালী দেওয়া হইবে না। এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাক্ষর

তারিখ ২৯/১১/৯৯ শাখা প্রবন্ধক

উমরপুর শাখা

Ref. No. UMR/Premises/16/3/99 Dt. 29/11/99

যেখানে গ্যারেন্টি নেই
সেখানে আপনার কষ্টার্জিত টাকার
কোনই নিরাপত্তা নেই

অযথা লোভের ফাঁদে পা দেবেন না
অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিন

ডাকঘরে টাকা রাখুন

ডাকঘর স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পে রয়েছে

- আপনার টাকার ষোল আনা নিরাপত্তা
- সুদ এখনও যথেষ্ট বেশি
- আয়কর ছাড়ের সুবিধা
- মেয়াদ শেষে সম্পূর্ণ টাকা ফেরৎ পাওয়ার গ্যারেন্টি
- প্রয়োজনে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা তুলে নেবার সুবিধা
- নমিনেশনের সুবিধা
- এছাড়াও আরও অনেক সুবিধা

ডাকঘরে কোন প্রকল্পেই উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না

সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পসঞ্চয়ের কোন বিকল্প নেই

বিশদ জানতে হলে নিচের ঠিকানায় পোষ্টকার্ডে লিখুনঃ

অধিকর্তা, স্বল্পসঞ্চয়, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা - ১

স্বল্পসঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অগ্নিদগ্ধ হয়ে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহর সংলগ্ন মিঞাপুরের পুতুল সরকার অগ্নিদগ্ধ হয়ে গত ২২ নভেম্বর জঙ্গিপুর হাসপাতালে মারা যান পুতুলের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী মতো পুলিশ তাঁর স্বামী অসীম সরকারকে গ্রেপ্তার করে। খবর, ঐ গ্রামেরই অসীম সরকারের সঙ্গে বছর তিনেক আগে পুতুলের বিয়ে হয়। কিন্তু কিছুদিন ঘর করার পর তাঁকে শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকেই পুতুল বাবার বাড়ীতে। ঘটনার দিন ১৯ নভেম্বর রাত ৯টা নাগাদ তাঁর স্বামী অসীম হঠাৎ এসে তাঁর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। মারা যাবার আগে এটাই ছিল পুতুলের শেষ কথা।

ফরাক্কা এলাকায় আবার ছিনতাই

ফরাক্কা : গত ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ফরাক্কা থানা এলাকার বল্লালপুর ব্রীজের পাশে একটি মোটর সাইকেল (WB 66/A 1133) এবং ৫৫০ টাকা ও হাতঘড়ি ছিনতাই হয়ে গেল। ঘটনা ফরাক্কা থানায় জানালেও এখনও পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। খবরে জানা যায় রাস্তায় দড়ি ফেলে ৬/৭ জন দুষ্কৃতি গাড়ীর মালিক সামসেরগঞ্জের মহঃ আইনাল হক ও আরোহী আবদুস সালামের কাছ থেকে মোটর সাইকেল, টাকা, ঘড়ি ছিনতাই করে বিহারের দিকে পালিয়ে যায়। ঐ একই এলাকায় চুরি ছিনতাই-এর ঘটনা সম্প্রতি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ স্বভাবতই আতঙ্কিত।

আলকাপ সম্রাটের জন্মশতবর্ষ উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের ধনপতনগরে আলকাপ সম্রাট ধনঞ্জয় মণ্ডলের (ঝাঁকসু) জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মণীশকুমার রায়। তিনি বলেন—আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসু সম্বন্ধে বেশী কিছু না জানলেও আলকাপের জনক হিসাবে তাঁকে জেনেছি। এই লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গবেষক শক্তিনাথ ঝাঁ, পুলকেন্দু সিংহ, ফণী পাল ছাড়াও জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ আবু, এল, শোকরানা মণ্ডল, হরিলাল দাস, আবদুল্লাহ মোল্লা প্রমুখ। ঐ দিন সন্ধ্যায় ঝাঁকসুর একান্ত শিষ্য মন্টু বিশ্বাস ও সম্প্রদায় আলকাপ পরিবেশন করে শ্রোতাদের আনন্দ দেন।

গ্রেপ্তার করে কোর্টে আনল রঘুনাথগঞ্জ থানা (১ম পৃষ্ঠার পর)

জি. আর ৪৯৯/৯৯-এর ভিত্তিতে যাদের গ্রেপ্তার করে তাদের নাম রফু সেখ, লাকফোড় সেখ, লুৎফল সেখ ও নওসাদ সেখ। কিন্তু লুৎফল সেখ গ্রামেই ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং অভিযোগকারীদের ভয় দেখাচ্ছে এই মর্মে জঙ্গিপুর এস ডি জে এম কোর্টে গত ২৫ নভেম্বর সুন্দরী বিবি আবেদন জানালে আসামীদের কোর্টে হাজির করা হয়। সেখানে কাষ্টোডি মেমোতে দেখা যায় লুৎফল সেখের বয়স ৪০ বছর লেখা হলেও পুলিশের হিসাবে লুৎফল সেখ নামে যে আসামী উপস্থিত তার বয়স ১৫। আসামী নিজেই স্বীকার করে তার নাম কাজিরুল সেখ পিতা লুৎফল সেখ। অতঃপর গত ২৬ নভেম্বর আসল লুৎফল সেখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে গ্রামের খবর, পুলিশ জেনেশুনেই বাবার জায়গায় ছেলেকে হাজতে আটকে রেখে অভিযোগকারীদের উপর হামলা ও হুজ্যার কাজে লুৎফল সেখকে সাহায্য করার জন্য এ কাজ করেছে। জঙ্গিপুরের এস, ডি, জে, এম এই কেসের বর্তমান আই ও সুনীল সরকার, ধৃত চার আসামী এবং অভিযোগকারিণী সুন্দরী বিবিকে আগামী ৩ ডিসেম্বর আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যায়। অভিযোগকারিণীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এ্যাডভোকেট সৈয়দ আবদুস সাদেক (রিটু)।

জেলা পরিষদ দিলো ১৫ লক্ষ টাকা (১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং এই আবাস সংলগ্ন একটি টেলিফোন বুথ ও একটি ঔষধালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ টি. কে. ঘোষ। পুরসভার কাউন্সিলার ও ডাক্তাররা ছাড়াও সভায় মহঃ গিয়াসুদ্দিন, ২নং ব্লক সভাপতি জহর সরকার, দেবব্রত সাধু, অশোক সাহা. কেতকীকুমার পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের পক্ষে শংখ চ্যাটার্জী এই কাজে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক *ডাঃ গোপল সাহা*

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবল্যু, টি), এফ. ডাবল্যু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ॥ পোঃ গনকর ॥ জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ২০%

(১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত)

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	*ধনঞ্জয় কাদিয়া*	*অচিন্ত্য মন্ডিয়া*
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।